কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬৮তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভা ০৬/৩/২০১২ খ্রি. তারিখ বেলা ১০.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিরগী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সাবইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব মোঃ খায়রুল বাসার, মান নিয়ন্ত্রণ অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভা গত ০১/৮/২০১১ইং তারিখ ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২৯/৮/২০১১ তারিখের ১২৩৪ (১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর বিষয়ে অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থি সদস্যবৃন্দের কোরূপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কারিগরি কমিটির ৬৬ ও ৬৭তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি।
বিগত ১৫/৩/২০১১ খ্রি. ও ০১/৮/২০১১ খ্রি. তারিখে কারিগরি কমিটির ৬৬ ও ৬৭ তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি সকল সদস্যবৃন্দকে অবগত করানো হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ আমন/২০১১-২০১২ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
আমন/২০১১-১২ মৌসুমে ১২টি বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের ট্রায়ালকৃত ১৬টি হাইব্রিড জাত যথা (১) এসিআই লি এর একটি জাত, এসিআই-১ (TSS-64) (২) নর্থ সাউথ লিঃ এর ১টি জাত, টিয়া-২ (HTM 808) (৩) লালতীর সীড লিঃ এর ১টি জাত ময়না (HTM 303, ২য় বর্ষ) (৪) চেম্সস ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ এর ২টি জাত (ক) মাধুরী LT-1 এবং (খ) LT-2 (৫) ব্র্যাক এর ১টি জাত, পেক-৮০৭ (PAC-807) (৬) গেটকো এগ্রো ভিশন এর ২টি জাত (ক) মাধুরী (AL 1001) (খ) উদয় (AL 1002) (৭) পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর ২টি জাত (ক) পেট্রোআমন-১২৫ (Pioneer 27P88, ২য় বর্ষ) (খ) পেট্রোআমন-১২০ (Pioneer 27P71) (৮) পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ২টি জাত (ক) এ্যাগ্রোধান-১১ (Pioneer 27P09, ২য় বর্ষ) (খ) এ্যাগ্রোধান-১২ (Pioneer 27P31, ২য় বর্ষ) (৯) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর ১টি জাত অ্যারাইজ ৬৪৪৪ গোল্ড (এইচ ১০০০১) (১০) কৃষিবিদ ফার্ম লিঃ এর ১টি জাত, কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-৩ (১১) সুপ্রিম সীড কোং লিঃ এর ১টি জাত, সুবর্ণ-৮ (2007, ২য় বর্ষ (১২) মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ১টি জাত, সুবর্ণ-৯ (RH-8997) এর সাথে ব্যবহৃত চেকজাত ব্রি ধান-৩১ ও ব্রি ধান-৩৯ (পর্যবেক্ষন চেকজাত) সহ সর্বমোট ১৮টি জাতের মাঠ মূল্যায়ণ (প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-৭৬৬ থেকে এইচ-৭৮৩ পর্যন্ত) দেশের ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানের সম্পন্ন করা হয়। উক্ত ট্রায়ালকৃত ফলাফল পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক বিভিন্ন জাতের গোপনীয় কোড নম্বর উন্মুক্ত করা হলে তা উপস্থিত সকল সদস্য এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দকে জানিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর ট্রায়ালকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে যে সকল জাত পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে এবং ১ম ও ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis % এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়া গিয়েছে (একর অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) শুধু সে সকল জাত।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিখ হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে আমন মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) সুপ্রিম সীড কোং লিঃ এর সুবর্ণ-৮ (2007) যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে কোড নং যথাক্রমে এইচ-৬৭৩ ও এইচ-৭৭৬)।

খ) পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এ্যাগ্রোধান-১২ (Pioneer 27P31) ময়মনসিংহ ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হরো (১ম ও ২য় বর্ষে কোড নং যথাক্রমে এইচ-৬৮১ ও এইচ-৭৭০)।

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ এক বছরের জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চরেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গাযে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেইে অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৪ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত M0U ও Port arrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত ৫ ঃ পুনঃট্রায়অলের ক্ষেত্রে কোন জাতকে দুইবারের বেশী পুনঃট্রায়াল করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

শর্ত ৬ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত বিদেশ থেকে আমদানীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্বভাবে উদ্ভাবনীতে উৎসাহিত করা হবে।

শর্ত ৭ ঃ নামকরণের নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত BRRI dhan 29-SC3-28-4-HR2 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৫৮ হিসেবে বোরো মৌসুমে চাড়করণ প্রসংগে।

ব্রি ধান-৫৮ ঃ ব্রি এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি সোমা ক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। উক্ত ভ্যারিয়েন্ট প্রথমত ব্রি ধান ২৯ এ চাল থেকে ল্যাবরেটরীতে টিসু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ভ্যারিয়েন্ট গ্রীণ হাউজে স্থানান্তর করে জন্মানোর ফলে প্রাপ্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। উক্ত বীজ বর্ধন করে বৃহৎ পরিসরে জন্মানো হয় এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে কৌলিক বাছাই এর মাধ্যমে চূড়ান্ত সারিটি নির্বাচন করা হয়। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে লম্বা। এ জাতের ডিগ পাতা হেলানো ও লম্বা। ধান পরিপক্ক হওযার সাথে সাথে ডিগপাতা বেশী হেলে থাকে। ধানের দানা অনেকটা ব্রি ধান২৯ এর মত তবে সামান্য চিকন। গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সে.মি. এবং জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪ গ্রাম। এ জাতটির জীবন কাল ব্রিধান ২৮ থেকে ৬-৭ দিন নাবী কিন্তু ব্রি ধান ২৯ জাতের চেয়ে ৭-১০ দিন আগাম। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না। রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ বোরো মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চল যথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও রাজশাহী এর নয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ৯টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাট মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত ব্রি ধান৫৮ সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য উপস্তিত সম্মানীত সদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানান।

এ প্রেক্ষিতে ড. তমাল লতা আদিত্য, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, ব্রি, কুমিল্লা Power Point এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত জাতের বিভিন্ন তথ্যাদি উপস্থাপন করেন এবং উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি ম্যাগা ভ্যারাইটি ব্রি ধান২৯ থেকে ৫-৭ দিন আগাম এবং ব্রি ধান২৮ থেকে ৭-১০ দিন নাবী হয়ে থাকে। জাতটি বাকানী রোগ সহনশীল ও ব্রি ধান২৯ থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল। ড. শমশের আলী, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি Protein Content অপেক্ষাকৃত বেশী ও Somaclonal variation মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবিত জাত। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ইতিপূর্বে এ পদ্ধতিতে কোন জাত উদ্ভাবন করা হয় নাই। এ জাতটি ছাড়করণ করা হলে ভবিষ্যতে এ পদ্ধতির ভাল মন্দ বিভিন্ন দিক দেখার সুযোগ পাওযা যেতো। ড. নাসরি আকাতর আইভি, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্তব বিভাগ, বশেমুরকৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর বলেন যে, রোগ বালাই সহনশীলতা ব্রি ধান২৯ এ চেয়ে ভাল হলে প্রস্তাবিত জাতটি ছাড়করণের

জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির পানি ব্যবহারের পরিমান জাননো প্রয়োজন ছিল। জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, এডভঅইজার, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ লেন যে, ব্রি ধান ২৯ এ বীজ উৎপাদন কালে Bakancee রোগের প্রাদুর্ভাবের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। ড. উজ্জল কুমার নাথ, প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বলেন যে ৫-৭ দিন আগাম পরিপক্কতা কোন Significant advantage নয়। Somaclonal variation এর ব্যপারে ক্রোমোজোমের Molecular data নেই। Variation এর সুনির্দিষ্ট Data থাকা প্রয়োজন তা না হলে নতুন জাত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। জনাব নেছার উদ্দিন আহমেদ, প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, ব্রি ধান২৯ এর জীবন কাল বেশী হওয়ায় কোন কোন সময়ে পাকা অবস্থায় প্রাকৃতিক দূর্যোগে আক্রান্ত হয় এবং কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হন। ফলে দিন দিন এর আবাদ কমে যাচ্ছে। এ ছাড়া প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান২৯ থেকে ৫-৭ দিন আগাম এবং ফলনও কাছাকাছি। তাই প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান২৯ এর Substitute হতে পারে।
জনাব ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, মাঠ মূল্যায়ণে ব্রি ধান২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করা যেতো। তা ছাড়া প্রস্তাবিত জাতটির জীবনকাল, ফলন, রোগবালই এর প্রবনতা ও অন্যান্য গুনাবলী টেবিল আকারে উপস্থাপন করা হলে ভাল হতো এবং প্রস্তাবিত জাতটির জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে ৫-৭ দিন কম হওযায় হাওড় এলাকার জন্য উপযোগী হতে পারে।

সভাপতি মহোদয় নূতন পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত জাতটি উদ্ভাবন করায় ব্রি কর্তপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। ব্রি কর্তৃপক্ষ তাদের উদ্ভাবিত জাতের গুনাগুন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ কাজ জোরদার করবে এবং যে সকল জাতের দূর্বলতা আছে সে গুলো কাটিয়ে উঠার উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতেও তাদের উন্নয়ণের ধারাবিহকতা বঝায় রাখার আহ্বান জানান। অতঃপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত BRRI dhan29-SC3-28-4-HR2 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৫৮ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমেত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত RC 43-28-5-3-3 কৌলিক সারিটি বিনা ধান-৯ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ।
বিনা ধান-৯ ঃ বিনা'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি স্থানীয় সুগন্ধি ধানের জাত কালজিরা এ সাথে একটি উচ্চ ফলনশীল মিউট্যান্ট লাইন Y-1281 এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৌলিক সারিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষঅয় সেন্তাষজনক হওয়ায় চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। পুর্ন বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেঃমি। এ জাতের জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন। ১০০০টি পুস্ট ধানের ওজন ২০.৩৭ গ্রাম হেক্টর প্রতি ফলন ৩.২৫-৪.০ টন। প্রস্তাবিত জাতটি প্রচলিত সুগন্ধি আমন জাত কালজিরা ও ব্রিধান-৩৮ অপেক্ষা উচ্চতায় কিছুটা কাট এবং প্রায় ২৫-৩০ দিন আগাম। ধান ও চাল কালজিরা ও ব্রি ধান-৩৮ এর তুলনায় লম্বা ও চিকন এবং রপ্তানী উপযোগী।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চল যথা ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর এর ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। ১০টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্থাবিত জাতটি চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত বিনা ধান ৯ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আহ্বান জানান।

এ প্রেক্ষিতে ড. আবুল কালাম আজাদ পিএসও, বিনা প্রস্তাবিত বিনা ধান ৯ এর গবেষণা লব্ধ সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত কালজিরা থেকে কাট ও ২০-২৫ দিন আগাম এবং চাল মধ্যম সুগন্ধি যুক্ত।
ড. আঃ ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি Semi aromatic জাত হিসেবে ছাড়করণের সুপারিশ করা যেতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এ জাতের চাল চিকন এবং রপ্তানী উপযোগী।

ড. মোঃ জাকির হোসেন, মার্কেট প্রমোশন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বলেন যে, DUS Test ফলাফল অনুযায়ী Aroma Lightly Present হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, জাতটি ব্রি ধান ৩৮ থেকে ভাল বিধায় Short duration varieties হিসেবে চিকন চালের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা যেতে পারে।
ড. উজ্জল কুমার নাথ, প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, দিন দিন জাতের সংখ্যা বাড়ছে এবং যথাযথ Maintenance breeding ব্যবস্থা না থাকায় ভাল জাতগুলো আশানুরূপ ফলন দিচ্ছে না। তাই Maintenance breeding এর উপর জোর দেয়া দরকার বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

ড. মোঃ খালেকুজ্জামন আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে প্রস্তাবিত জাতটি কালজিরা ধানের Substitute হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না। তিনি উক্ত জাতের চালে তেমন উল্লেখ যোগ্য সুগন্ধি নেই বলে মতামত দেন।
সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, জাত উদ্ভাবনে প্রতিযোগিতা থাকা দরকার। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আমাদের সুগন্ধি যুক্ত ঐতিহ্যবাহী Landrace যেমন কালজিরা, চিনিগুরা, কাটারিভোগ প্রভৃতি জাতের উপর ব্রি ও বিনা ভবিষ্যতে গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করবে এবং এ জাতগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তিনিও প্রস্তাবিত জাতের চালে উল্লেখযোগ্য সুগন্ধি নাই বলে মন্তব্য করেন। অতঃপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত RC 43-28-5-3-3 কৌলিক সারিটি বিনা ধান-৯ চিকন চালের ধানের জাত হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমেত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের ৩টি সারি যথা (ক) বিএডব্লিউ-১০৫১ (খ) বিএডব্লিউ-১১২০ এবং (গ) বিএডব্লিউ-১১৪১ যথাক্রমে বারি গম-২৭, বারি গম-২৮ ও বারি গম-২৯ হিসাবে ছাড়করণ।

ক) বারি গম-২৭ ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে উদ্ভাবিত বারি গম-২৭ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। নেপালে শংকরায়ণকৃত এ কৌলিক সারিটি আঞ্চলিক নার্সারীর মাধ্যমে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হ। এ কৌলিক সারটি বিভিন্ন নার্সারীতে ফলন পরীক্ষায় উচ্ ফলনশীল প্রমানিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১০৫১ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি তাপ সহনশীল। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্যও এ জাতটি উপযোগী। চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৩-৯৫ সেঃমিঃ। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ বের হতে ৬০-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০ টি। দানার রং সাদা, চকচকেও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪২-৪৬ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৬০০-৫২০০ কেজি এবং জাতটি শতাব্দীর চেয়ে শতকরা ৭-১০ ভাগ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। চারা অবস্থায় কুশিগুলো হালকাভাবে হেলানো (Semi erect) থাকে। কান্ডের উপরের গিড়ায় মাঝারী সংখ্যক লোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে, কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও খাঁজ কাটা (Indented), ঠোঁট ছোট (<৫.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে। এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীর হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। এ জাতের গমের বীজ আকারে মাঝারী। তাই গজানো ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৬টি অঞ্চরের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ১৪টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১৪টি স্থানের মধ্যে ১২টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন কর হয়েছে।

খ) বারি গম-২৮ ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে উদ্ভাবিত বারি গম-২৮ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। সিমিটে শংকরায়ণকৃত এ কৌলিক সারটি ইউজি ৯৯ ট্রায়ালের মাধ্যমে ২০০৬ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন নার্সারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমানতি হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১১২০ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যঅয়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি কান্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) প্রতিরোধী। চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃমি।

শীষ বের হতে ৬০-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৫০০-৫৪০০ কেজি। চারা অবস্থায় কুশিগুলো খাড়া (Intermediate) থাকে। গাছের রং গাঢ় সবুজ। কান্ডের উপরের গিড়ায় খুব কম সংখ্যক রোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা কিছুটা সরু ও খাড়া থাকে। শীষে ও কান্ডে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ ও নিশান পাতার খোলে খুব ঘন আবরণ থাকে।
এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানো ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর)। ১৪টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১৪টি স্থানের মধ্যে ১২টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

গ) বারি গম-২৯ ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে উদ্ভাবিত বারি গম-২৯ একটি স্বল্প মেয়াদী উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। সিমিটে শংকরায়ণকৃত এ কৌলিকত সারিটি ২০০৫ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন নার্সারীতে ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমানিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১১৪১ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি কান্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) কিছুটা প্রতিরোধী এবং দানা সাদা ও আকারে মাঝারী চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃমি। শীষ বের হতে ৫৫-৬০ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১০৮ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাজারী এবং হাজার দানার ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা॥রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪০০০-৫৫০০ কেজি। জাতটি শতাব্দী জাতের চেয়ে ৭-১০ দিন আগে পাকে তাই দেরীতে বপনের জন্য জাতটি খুবই উপযোগী। জাতটি তাসহিষ্ণু হওয়ায় দেরীতে বপনে শতাব্দীর চেয়ে ১৫-২০% ফলন বেশী হয়। চারা অবস্থায় কুশিগুলো খাড়া (Intermediate) থাকে। গাছের রং গাঢ় সবুজ। কান্ডের উপরের গিড়ার খুব কম সংখ্যক রোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা কিছুটা সরু ও খাড়া থাকে। শীষে ও কান্ডে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ ও নিশনা পাতার খোলে খুব ঘন আবরণ থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও গভীরভাবে খাঁজ কাটা, ঠোঁট লম্বা (>১২.১ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে।

এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীলন হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানো ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনিসংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ১৪টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ১৪টি স্থানের মধ্যে ১২টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বচর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাতি মহোদয় বারি'র প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত গমের তিনটি জাতের তুলনামূলক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে বারি'র প্রতিনিধি ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গম গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর গভেষণা লব্দ ফলাফলের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিএডব্লিউ-১০৫১ (বারি গম-২৭) সারিটি মোটামোটি তাপ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং বিএডব্লিউ-১১২০ (বারি গম-২৮) সারিটি কান্ডে মরিচা রোগ (Ug99 রেস) প্রতিরোধী। অপর দিকে বিএডব্লিউ-১১৪১ (বারি গম-২৯) সারিটি তপ সহিষ্ণু এবং কান্ডের মরিচা রোগ (Ug99 রেস)। কিছুটা প্রতিরোধী এবং শতাব্দী থেকে ৭-১০ দিন আগাম এবং ফলন ভাল। ড. মোঃ জালাল উদ্দিন, পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, বারি, দিনাজপুর এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত তিনটি কৌলিক সারিই উচ্চ ফলনশীল, তাপ সহিষ্ণু এবং দেরীতে বপন উপযোগী। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত তিনটি কৌলিক সারি উচ্চ ফলনশীল, তাপ সহিষ্ণু এবং দেরীতে বপন উপযোগী। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এ যাবৎ যেসকল গমের জাত ছাড়করণ করা হয়েছে সেগুলো বারি গম ২৬ ব্রতীত কান্ডের মরিচা রোগ (Ug99

রেস) প্রতিরোধী নয়। বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশে Ug99 রেস এ সদ্‌গাত পাওয়া গিয়েছে এবং কোনবাবে উক্ত রেসটি এ দেশে চলে আসলে গম আবাদ বিরাট হুমকীর সম্মুখীন হবে। তাই উক্ত বিএডব্লিউ-১১২০ ও বিএডব্লি-১১৪১ সারি দুটি অবমুক্ত করা দরকার। অতঃপর মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘ জীবন কাল সম্পন্ন গ মের জাত প্রায়াশঃ ঝড় বৃষ্টি আক্রান্ত হয়। তাই বিএডব্লিউ-১১২০ ও বিএডব্লিউ-১১৪১ সারি দুটি অবমুক্ত করা দরকার। অতঃপর মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘ জীবন কাল সম্পন্ন গমের জাত প্রায়াশঃ ঝড় বৃষ্টিতে আক্রান্ত হয়। তাই বিএডব্লিউ-১১৪১ জাতটি শতাব্দী থেকে ৭-১০ দিন আগাম হওয়ায় ছাড়করণ করা যেতে পারে। ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী বলেন যে, বর্তমানে রোগ বালাই ও উচ্চ তাপমাত্রা গম ফসল উৎপাদনে হুমকী স্বরুপ। ফলনের দিক থেকে তিনটি জাতে তেমন পার্থক্য নাই এবং জীবনকালও প্রায় কাছাকাছি বলে তিনি মতামত ব্যকত্ করেন। ড. মোঃ জহুরুল ইসলাম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি উল্লেখ করেন যে, আমদের চাহিদার তুলনায় গম উৎপাদনে অনেক কমঃ আবাদকৃত জমিও দিন দিন কমে যাচ্ছে তা ছাড়া পুরাতন জাতগুলো degenerate করছে। তাউ উৎপাদন বাড়াতে হলে প্রস্তাবিত জাতগুলো অবমুক্ত করা দরকার। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জাতগুলোর ফলন প্রায় ৫ টন দেখানো হয়েছে যা গড় ফলনের চেয়ে বেশী তা ছাড়া বোরো ফসলের আবাদ অধিকতর লাভজনক হওয়ায় গমের আবাদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমান বাস্তবতার প্রতি খেয়াল রেখে গমের নতুন জাত উদ্ভাবনে উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। অতঃপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডব্লিউ-১১২০ জাতটি Ug99 রোগ প্রতিরোধ এবং বিএডব্লিউ-১১৪১ জাতটি আগাম ও তাপ সহিষ্ণু জাত হিসেবে যথাক্রমে বারি গম-২৭ ও বারি গম-২৮ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটরে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলু নয়টি সারি/ জাত যথথা (ক) 4.5W খ) ৪.১৫ গ) 4.26 ঘ) 4.40 চ) ওমেগা (omega) ছ) বেলিনি (Bellini) জ) রেড ফ্যান্টাসী (Red Fantasy) ঝ) রেড ব্যারন (Red Baron) যথাক্রমে বারি আলু-৩৫, বারি আলু-৩৬, বারি আলু-৩৭, বারি আলু-৩৮, বারি আলু-৩৯, বারি আলু-৪০, বারি আলু-৪১, বারি আলু-৪২ ও বারি আলু-৪৩ নামে ছাড়করণ।

ক) বারি আলু-৩৫ (4.5 W) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ন করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন কম। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং বাদামী, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা ক্রিম। চোখ অগভীর। বিগত কয়ে বৎসরের গবেষনায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩৮-৪৪ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ছিল ৩২-৩৫ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩০-৪৫ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনিসংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

খ) বারি আলু-৩৬ (4.15) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশী। পাতা হালকা ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরা খুব বেশী এন্থোসায়ানিন যুক্ত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোলাকার ও মাঝারী আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃন। চোখ মধ্যম গভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহ ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় প্রস্তাবিত জাতের গড় পলন হেক্টর প্রতি ৩২-৩৬ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ৩০-৩৫ মেঃ টন পাওয়া যায়। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩৪ মেঃটন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনের দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে জাতটিকে চাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউ এস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

গ)' বারি আলু-৩৬ (4.15) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বঅচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতয়ি বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মাধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশী। পাতা হালকা ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরা খুব বেশী এন্থোসায়ানিন যুক্ত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোলাকার ও মাঝারী আকারের। আলুর রং রঅল, চামড়া মসৃন। চোখ মধ্যম গভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায়ন দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দশের বিভিন্ন অঞআচলে পরীক্ষঅয় প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩২-৩৬ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ৩০-৩৫ মেঃ টন পাওয়া যা। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩৪ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।
ইক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানের জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ঘ) বারি আলু-৩৭ (4.26R)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতয়ি বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনেরে বিস্তৃতি বেশী। পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরা এন্থোসায়ানিন যুক্ত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লাম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃন। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষনায় দেখা গেছে যে এক জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এ সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গগ ফলন হেক্টর প্রতি ৩৪-৪২ টন পাওয়া গেলেও ডায়মন্টের ফলন ছিল ২৭-৩৩ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩২-৪৫ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।
উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনিসংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ঙ) বারি আলু-৩৮ (4.27) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটি রগাছ মধ্যম উচ্চতা সন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি প্রকট। পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন বেশী। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোলাকার থেকে ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃন। চোখ মধ্যম গভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষনায় দেখা যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩৮-৪৪ টন পাওয়া গেলেও ডায়মন্টের ফলন ছিল ৩০-৩৫ মেঃ টন। কৃষকের মাটে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩০-৪৫ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনের দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

চ) বারি আলু-৩৯ (4.40) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকারণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা খুব কম ডে। খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন কম। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ কর। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং বাদামী, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩৮-৪৪ টন এবং চেক জাত ডায়ামন্টের ফলন ৩২-৪০ মেঃ টন পাওয়া যায়। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩০-৪৫ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ছ) বারি আলু-৪০ (Omega) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে জার্মানীর জাত ওমেগা (Omega) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। কিন্তু পাতা হালকা এন্থোসায়ানিন যুক্ত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হালকা বাদামী, চামড়া মসৃন। আলু শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় প্রস্তাবতি জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩২-৩৬ টন এবং চেক জাত ডায়ামন্টের ফলন ছিল ৩০-৩৫ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩২-৪০ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনের দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

জ) বারি আলু-৪১ (Bellini) ঃ কন্দাল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত ইন্ট্রোডাকসনের (Inroduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত বেলিনি (Bellini) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর রং হালকা বাদামী, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩১-৩৭ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ছিল ৩০-৩৫ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩০-৪০ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।
উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ঝ) বারি আলু-৪২ (Red Fantasy) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে জার্মানীর জত রেড ফ্যান্টাসী (Red Fantasy) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটি গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের এ বিস্তৃতি বেশ। পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় যথেষ্ট এন্থোসায়ানিন আছে। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া অমসৃন। আলু শাসের রং গাড় হলুদাভ। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফরনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩০-৩৩ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ছিল ৩২-৩৩ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলনছিল ৩০-৪০ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ঞ) বারি আলু-৪৩ (Red Baron) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত রেড ব্যারন (Red Baron) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানীত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের এর বিস্তৃতি যথেষ্ট। পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় যথেষ্ট এন্থোসায়ানিন আছে। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষনায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩৪-৪২ টন পাওয়া গেলেও ডায়মন্টের ফলন ছিল ৩২-৩৩ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩০-৩৬ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ণ ক্ষমতা বাংলাদেশে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র বারি'র প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত আলুর ৯টি জাতের তুলনামূলক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ড. বিমল কুন্ডু, উর্দ্ধোতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর প্রস্তাবিত ৯টি জাতের গবেষণা লব্ধ ফলাফলের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, Crossing এর মাধ্যমে আলুর জাত উদ্ভাবন একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া এবারই প্রথম কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক নিজস্ব উদ্ভাবিত আলুর ৫টি জাত ছাড়করণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতগুলোর ফলন বর্তমান জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট ও কার্ডিনালের সমকক্ষ এবং রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাল। এ জাত সমূহ Commercial এবং Industral প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম। মোঃ মনিরুজ্জামন, আরএফও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, বগুড়া জানান যে, Trail সমূহ শুধু মাত্র On station এ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতের ট্রায়াল কৃষকের মাঠে ও করা প্রয়োজন। এতে প্রস্তাবিত জাতের উপর কৃষকের প্রতিক্রিয়া জানা সম্ভব হতো। তিনি আরো বলেন যে, Exotic Variety গুলো বগুড়া অঞ্চলে বিশেষ ভাল ফলন দেয়নি। মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আলু আমদানী করে টিসিআরসি'র মাধ্যমে মূল্যায়ণপূর্বক চাড়করণ করা হয় এবং এসকল জাতের বীজ আলু সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমদানী করতে হয়। তিনি আরো বলেন যে, এ পর্যন্ত প্রায় ৩৪টি আলুর জাত ছাড়করণ করা হলেও মাঠে ৪/ টি জাত আবাদ হচ্ছে। তাই প্রস্তাবিত ৯টি জাতের মধ্যে প্রতিযোগীতায় যে কয়টি সবচেয়ে ভাল হিসেবে বিবেচিত হবে সে কয়টি ছাড়করণ করা যেতে পারে বলে মতামত দেন। নেছার উদ্দিন আহমেদ, প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, উল্লখ করেন যে, নতুন ছাড়করণ জাতের নাম করনে আমদানীকৃত কোম্পানীর নাম না থঞাকলে বীজ আমদানী অসুবিধা হয়। এ প্রসংগে জনাব আনোয়ারুল হক, প্রতিনিধি সীডম্যান সোসাইটি উল্লেখ করে যে, Exotic জাতের নামের সাথে Breeding Co. নাম থাকা দরকার। ড. মোঃ জালাল উদ্দিন, পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, দিনাজপুর উল্লেখ করেন যে, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের নিজস্ব উদ্ভাবিত জাতগুলো Location specific ফলে এ জাতগুলো ছাড়করণের সুপারিশ করা যেতে পারে। ড. মোঃ জহুরুল সিলাম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি উল্লেখ করেন যে, আলুর জাতের সংখ্যা বেশী হলে কৃষক নিজেদের পছন্দমত জাত চয়েজ করতে পারবে। আলুর আকার আকৃতি, শাসের রং এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা প্রভৃতি গুনাগণ জাত নির্বাচন বিবেচনা করা হয়। ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, জাত মূল্যায়ণের সময় কৃষকের চাহিদা বিবেচনা করা দরকার। জাত ছাড়করণের পর এ বিষয়ে গবেষণা করা যাবে না। যে জাতগুলো সবচেয়ে ভাল সেগুলো ছাড় করা। যেতে পারে বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, আলুর জাত উদ্ভাবন অনেকটা জটিল প্রক্রিয়া। আমাদের দেশের Processing Industry গুলো এতদিন আমাদনী নির্ভরশীল ছিল। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক নিজস্বভাবে উদ্ভাবিত আলুর জাতগুলো Processing Industry তে ব্যবহার উপযোগী হতে পারে। তিনি দেশে উদ্ভাবিত এবং বিদেশ থেকে আমদানীকৃত জাতগুলো Two parallel way তে ছাড়করণের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর নয়টি জাতের মধ্যে ৫টি জাত যথা (ক) - 4.5 W খ) 4.26 R গ) 4.40 ঘ) ওমেগা (Omega) ঙ) বেলিনি (Bellini) যথাক্রমে বারি আলু-৩৫, বারি আলু-৩৬, বারি আলু-৩৭, বারি আলু-৩৮ ও বারি আলু-৩৯ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-

সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ড. ওয়ায়েস কবীর)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা,১২১৫।